তোমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
বলে গেলাম

এক দেশের গল্প

নতুন প্রজন্মের প্রতি

ফেরদৌসী সিদ্দিকী

সদেরা সুজন

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে
তোমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
বড্ড লজ্জা পাচ্ছি আমি
চরিত্রহীন কলুষিত সমাজে
ইতিহাসকে বার বার
লুণ্ঠিত করেছে ঘাতকরা।

অথচ ক'টি বছর যেতে না যেতেই
নিলজ্জভাবে কলংকিত করেছে ইতিহাস।

এখন অজস্র দানবের হিংস্র থাবায়
বার বার কাঁদছে
এ বাংলার হতভাগ্য মানুষের
করুণ ইতিহাস।

তোমরা তো জানো না
পলাশীর আম্রকাননে
ডুবে যাওয়া বাংলার সূর্য
মীর জাফরদের বিশ্বাসঘাতকতা
সিরাজের বুকফাটা আর্তনাদ
'বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ
দুর্যোগের ঘনঘটা'।

তোমরা তো জানো না-
বায়ান্নোর রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে
সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারের
স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা,
পিচঢালা পথে রক্তের বন্যা।
'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি.. ..'
অশ্রুমন্ডিত সঙ্গীতখানি।

তোমরাতো দেখোনি
১৯৬৬ সালের ৬ দফার কথা
আন্দোলনের দাবানলে
জ্বলে ওঠা বাংলা।

তোমরাতো দেখোনি-
উণসত্তরের গণ অভ্যুত্থান,
দেখোনি
শহীদ আসাদের বুলেট বিদ্ধ লাশ
রক্তমাখা শার্ট নিয়ে
প্রতিবাদে প্রকম্পিত শহর ঢাকা।

তোমরাতো দেখোনি-
সত্তরের নির্বাচন
ভরাডুবি পাকি স্বৈর শাসক
নৌকার পালে হাওয়া
দেখোনি
আওয়ামী লীগের জয়জয়কার
মানুষের আনন্দ উল্লাস।

তোমরা তো জানোনা-
বাংলার অবিসংবাদিত নেতা
হাজার বছরের সূর্য সন্তান
শেখ মুজিবের কথা
যাঁর বজ্রকণ্ঠে
ঘোষিত হওয়া স্বাধীনতা
'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম আমাদের
স্বাধীনতার সংগ্রাম'
এমন অমর কাব্যখানি
ফুলকির মতো ছড়িয়েপড়া বজ্রধ্বণী।

তোমরা তো দেখোনি-
বাঙালী চেতনায় বলীয়ান
বজ্রমুঠিতে দীপ্ত শপথ,
একাত্তরে
জনতার উর্ধগামী হাতে
বাঁশের লাঠি
প্রতিরোধের ডাক,
তোমরাতো শুনোনি
আকাশ কাঁপানো
শ্লোগানে-শ্লোগান
জয়বাংলা- বাংলার জয়,
'তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা',
'বীরবাঙালী অস্ত্র ধরো
বাংলাদেশ স্বাধীন করো'।

তোমরাতো জানো না
'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে
যুদ্ধ করি
মোরা একটি হাসির জন্যে
অস্ত্র ধরি'
কী অদ্ভুত প্রাণের ছোঁয়াঘেরা
অমর সঙ্গীতখানি।

তোমরা তো দেখোনি
কবি গুরুর সোনার বাংলায়
একাত্তরে
রক্ত লাশের স্তুপ
দেখোনি ধর্ষিত মা-বোনের
করুণ বিলাপ
পাক-বাহিনীর পৈশাচিক
বর্বরতার ছবি
বিভীষিকাময় গণহত্যা।

তোমরাতো দেখোনি-
নজরুলের বিদ্রোহী বাংলায়
পশ্চিমা ঘাতকদের
বোমার আঘাতে
ধ্বসে যাওয়া
মসজিদ-মন্দির সেতুর ছবি
দেখোনি
অসংখ্য লাশের উপর
বসে থাকা শকুনের ঝাঁক।
মুক্তিযোদ্ধার মাংস নিয়ে
খেলা করা কুকুরের পাল।
দেখোনি
স্বজনহারা বঙ্গ জননীর
আকাশ কাঁপানো ক্রন্দন
রক্ত বন্যায় প্লাবিত
বেদনাবিধুর সবুজ প্রান্তর।

তোমরাতো দেখোনি-
জীবনানন্দের রূপসী বাংলায়
আকাশচুম্বী আগুনের লেলিহান শিখা
দেখোনি জ্বলে যাওয়া
বিস্তীর্ণ পল্লীর বাস্তু ভিটা।

তোমরাতো দেখোনি-
মানুষরূপী হিংস্র জানোয়ার
ধর্মের নাম নিয়ে
গণহত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ
তাদের আরেক নাম
আলবদর-রাজাকার।

তোমরাতো দেখোনি-
একাত্তরের নিধনযজ্ঞ
মাঠে-ঘাটে, শহর-বন্দরে
গ্রাম-গ্রামান্তরে, পথে-প্রান্তরে
লাশের বহর
স্বজন হারানোর আর্তনাদ আর
মুক্তিযোদ্ধার রক্তে অর্জিত হওয়া
আমাদের সেই দুর্ভাগা স্বাধীনতা।

তোমরাতো দেখোনি-
১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের
হিরন্ময় সূর্য
দেখোনি
হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের ছবি
ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তার্জিত
আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

তোমরাতো দেখোনি-
মুজিবের প্রিয় বাংলায়
মুক্তি পাগল মানুষের
আনন্দ উচ্ছ্বাস
দেখোনি
গাছে ফোটা
শিমুল আর পলাশের মতো
লাল সবুজের পতাকা।

তোমরাতো দেখোনি-
পঁচাত্তরে পড়ে থাকা
ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে
বুলেট বিদ্ধ জনকের লাশ
দেখোনি
সংবিধান থেকে
ঘাতকের হাতে
মুছে যাওয়া
সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা
আর হাজার বছরের
বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

তোমরাতো দেখোনি-
৭৫'এর ৩রা নভেম্বর জেলহত্যা,
বুলেটবিদ্ধ চার সূর্য সন্তান
স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার
সৈয়দ নজরুল ইসলাম-তাজউদ্দিন
মনসুর আলী আর কামরুজ্জামানের বুলেটবিদ্ধ ছিন্ন-বিছিন্ন
লাশ
মীরজাফর ঘাতক মোস্তাক-ডালিম
আর কর্নেল ফারুকদের ক্ষমতা দখলের তান্ডব
বাকরুদ্ধ জননী জন্মভূমি।

তোমরাতো দেখোনি-
স্বৈরাচারী জিয়া-এরশাদের
অবৈধপন্থায়
ক্ষমতা দখলের পালা,
দেখোনি
বাংলার মানচিত্রে
স্বৈরাচারীদের উত্থানে
রাজাকার-আলবদদের
ক্ষমতায় মসনদে বাসর যাপন
বদলে যাওয়া
রক্তাক্ত ইতিহাস।

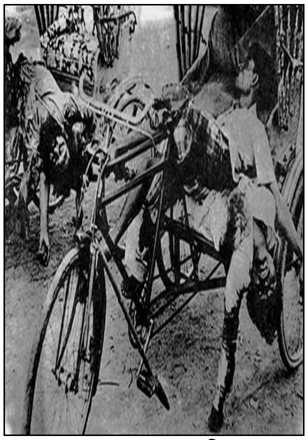

তোমরাতো দেখোনি-
সহস্র প্রতিবাদী যুবার
রক্তমাখা শরীর
দেখোনি
স্বৈরাচারীর বুলেটবিদ্ধ
সেলিম-দেলোয়ার-তিতাস-ময়েজ উদ্দিন
দীপালী সাহা-কাঞ্চন-মোজাম্মেল
বাবুল-ফাত্তাহ আর ডা. মিলনের
পড়ে থাকা পিচঢালা পথে
অগণিত লাশ।

তোমরাতো জানোনা-
৮৭-এর ১০ই নভেম্বর
ঝলমলে সকালে সময়ের
এক উজ্জ্বল নক্ষত্র
বনগ্রামের সাহসী যুবা
বুলেটবিদ্ধ নূর হোসেনের কথা
'স্বৈরাচার নিপাত যাক্
গণতন্ত্র মুক্তি পাক'
বুকে পিঠে লেখা কী অমর পংক্তিমালা।

তোমরাতো দেখোনি-
নব্বইয়ের শেষান্তে
খরকুটের মতো

ভেসে যাওয়া
স্বৈরাচারী দম্ভ
দেখোনি
জনতার আনন্দউল্লাসে
মধ্যরাতে জেগেওঠা
দেশপ্রিয় মানুষের হাসি।

তোমরাতো দেখোনি-
বটমূলের ছায়ানটে,
যশোরের উদীচী
রাজশাহী আর নারায়নগঞ্জের
বোমা হামলায়
নিহত লাশের স্তূপ
স্বজন হারানোর ক্রন্দন
আর স্বাধীনতা বিরোধী
ঘাতক রাজাকারের উল্লাস।

তোমরাতো দেখোনি-
সালসার(সাহাবউদ্দীন-লতিফুর-সাঈদী) এর ষড়যন্ত্র
দেখোনি
দুই হাজার এক সালের
নির্বাচনোত্তর নির্যাতন
ঘাতকদের কুৎসিত থাবায়
পূর্ণিমা আর শেফালীর মতো
অগণিত মা-বোনের
সম্ভ্রম ভুলুণ্ঠিত হওয়া
ব্যথিত বাংলা।
অসহায় মানুষের আর্তনাদ
মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করে
হায়নাদের উল্লাসে
বিপন্ন মানবতা
দেখোনি
রাজাকার আর জাতীয়তাবাদীদের
দখলের দৃশ্য
বাংলার ঘরে ঘরে
দুঃসহ জনজীবন
দেখোনি
হত্যা আর নির্যাতনের
বীভৎস চিত্র
ফের একাত্তরের মতো
সংখ্যালঘুদের ওপর
লোভী শ্বাপদের তান্ডবে
বিবর্ণ বাংলা।

তোমরাতোতো জানো না-
স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও
নিজদেশে পরবাসী হয় সংখ্যালঘুরা
তোমরাতো জানোনা-
বাংলা নামের প্রিয় জন্মভূমে
ত্রিশলাখ শহীদের
রক্তস্নাত দেশে
রাজাকার খুনি নিজামীরা
লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে
বীরদর্পে সসম্মানে চলে
আর বীর মুক্তিযোদ্ধারা
অনাহারে-অর্ধাহারে
মিথ্যা মামলায় শৃঙ্খলিত হয়
কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে
তোমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
বলে দিলাম
এ বাংলার শতাব্দীঘেরা
ইতিহাসের কথা.. ।

তোমাদের পরিচয়
তোমরা কী জানো?
তোমাদের পরিচয়
ভাষা আন্দোলন
স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধ
বাংলা-বাঙালি
লাল সবুজের পতাকা,
তোমাদের পরিচয়
শহীদ মীনার-স্মৃতি সৌধ
অপরাজয়ের বাংলা,
তোমাদের

পরিচয়
সূর্যসেন-প্রীতিলতা-তীতুমীর
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
আর বাংলাদেশ।

তোমাদের পরিচয়
'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি।'
অমর সঙ্গীতখানি।
তবুও একবিংশ শতাব্দীর
ক্রান্তিকালে দুঃসহ দুঃশাসনে
তোমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

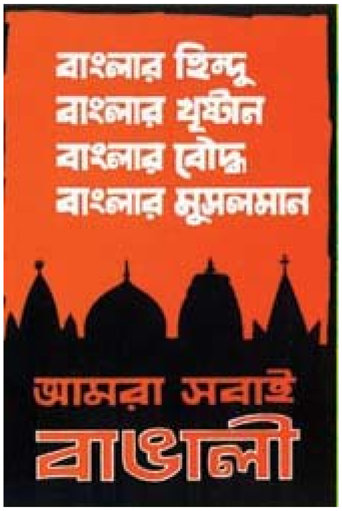

বড্ড লজ্জা পাচ্ছি আমি
চরিত্রহীন কলুষিত সমাজে
ইতিহাসকে বার বার লুণ্ঠিত করেছে ঘাতকরা
বলতে গিয়ে চোখে ভাসে
অজস্র হিংস্র হায়নার থাবায়
বার বার কাঁদছে
এ বাংলার নিরন্ন মানুষের
করুণ ইতিহাস।

**(এ কবিতাটি আংশিক আশির দশকের
শুরুতে লেখা ও প্রকাশিত, তবুও
হৃদয়ের টানে কবিতাটি বর্ধিত ও পরিবর্তন করে
প্রকাশ করা হলো।
মন্ট্রিয়াল, ১২/১/২০০৪)**